



গোহত্যায. নষিধোজ্ঞা

যজ্ঞে পশুহত্যা একসময়. বহুলপ্রচলতি ছিল। ‘ (শান্তি/২৬৯) প্রাচীনকালরে গোহত্যায. স্মৃতিযমেন মহাভারতে রযছে, তমেনি পরবর্তীকালরে পশুহত্যা ও গোহত্যায. নষিধোজ্ঞা সম্বন্ধে মহাভারত হতে জানা যায়. —

1. ” শাস্ত্রানুসারে ছাগ পশুরেই অজ বলযিা নর্দশে করা যায়. । মহর্ষিগণ কহলিনে, বদে নর্দশিট আছে , বীজ দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করবি। বীজরে নামই অজ। অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছদেন করা কদাপি কর্তব্য নহে। য়ে ধর্মে পশুচ্ছদেন করতি হয. , তাহা সাধুলোকরে ধর্ম বলযিা কখনোই স্বীকার করা যায়. না। বশিষেত ইহা সর্বশ্রেষ্ট সত্যযুগ । এই যুগে পশু হংসা করা কর্বিপে কর্তব্য বলযিা পরগিণতি হইতে পারে।” (শান্তি/ ৩৩৮)
2. “যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোবধে অনুমতি প্রদান করে তাহাদরে সকলকেই সেই নহিত ধনের লোম পরমিতি বৎসর নরকে নমিগ্ন থাকতি হয।” (অনুশাসন/৭৪)
3. “ছাগ, গো ও ময়ূররে মাংস , শূষ্ক মাংস এবং পর্য্যুষতিন্ন ভোজন করা নতিন্ত গ্রহতি।” (অনুশাসন/১০৪)
4. “যে ব্যক্তি অতথিরি সমাদর না করে তাহারে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা,

ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীহরণ ও কৃতঘ্নতাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়।” (অনুশাসন/ ১২৬)

5. “যাহারা ব্রাহ্মণঘাত, গোঘ্ন, পরদারনরিত, বদে শ্রদ্ধাশূণ্য ও জায়া জীবিসেইসমস্ত পাপাচার নরিত পামরদগিরে সহতি কথোপকথন করাও অনুচতি।” (অনুশাসন/১৩০)

মহাভারতের সময়কালে গোমাংসভোজনকে ভালো চোখে দেখা হত না। মদ্রক (কর্ণ/৪১) ও বাহকিদরে (কর্ণ/৪৫) গোমাংস ভক্ষণের কথা মহাভারত হতে জানা যায়। তবে এর ফলে তাদের নিন্দার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

গোপূজা

প্রাচীন ভারতের কৃষিজীবী সমাজে প্রাণী হিসাবে গরু সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একে পবিত্র বলে বিবেচনা করা হত। মহাভারতে গরু পূজা করার কথা বলা আছে-

” গাভী সমুদায়, জীবগণের প্রসূতস্বরূপ এবং নানা প্রকার সুখের নদীন । মণ্ডগলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নতি্য গো প্রদক্ষিণ করা অবশ্য কর্তব্য। গো শরীরে পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দ্বিগে গমন করা কদাপি কর্তব্য নহে। গাভী সকল সমুদায়, মণ্ডগলের আয়তন স্বরূপ । অতএব ভক্তি পূর্বক উহাদিগের পূজা করা অবশ্য কর্তব্য।” (অনুশাসন/ ৬৯)

গোবর ও গোমূত্র

এমনকি গোবর এবং গোমূত্রের কথাও মহাভারত হতে পাওয়া যায়। (অনুশাসন/৭১; অনুশাসন/৭৩) গরুর গোবর ও গোমূত্রে মানুষের স্নান করার কারণ হিসাবে কথা বলা হয়েছে। অনুশাসন পর্বের ৮২ তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে- ‘গোবর লক্ষ্মী বাস করেন’।

মহাভারত ভারতের দীর্ঘকালরে ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। এর ফলেই এতে গোহত্যার সমাপ্তি, গোপূজা এবং গোবর-গোমূত্রের পবিত্রতার কথাও এতে পাওয়া যায়।



ঐতিহ্যগতভাবে গবাদিপশু ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়. গৃহাস্থলি সরঞ্জাম
হিসেবে বিবেচিত হয়. আসছে এবং কিছু হিন্দু গরুকে পবিত্র হিসেবে এবং গো
হত্যাকারীকে পাপী হিসেবে বিবেচনা করে আসছে।

